# কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন ঘাটতিপূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা ( Accelerated Remedial Learning Plan) ২০২১ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশনা

- কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে দেড় বছরেরও বেশী সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পর সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড "শিখন ঘাটতিপূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা ২০২১" প্রণয়ন করেছে।
- এই শিখন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী যে শ্রেণির পাঠ গ্রহণ করছে, তার সাথে পূর্ববতী শ্রেণির আবশ্যকীয় পাঠের সংযোগ স্থাপন করা হয় বিধায় ঘাটতিপূরণে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না এবং শিখন ঘাটতি পূরণ ত্বরান্বিত হয়।
- ১২ **সেপ্টেম্বর** ২০২১ **খ্রি: হতে** ২০ **ডিসেম্বর** ২০২১ **খ্রি: পযর্ন্ত** ৫ম শ্রেণির জন্য **সর্বমোট ৭২ কর্মদিব**স এবং ১ম-৪র্থ শ্রেণির জন্য **১৩ টি কর্ম দিবস** পাওয়া যায়।
- এই পরিকল্পনায় পাঠদানের বিষয় ১ম ও ২য় শ্রেণিতে ৩টি- বাংলা, গণিত, ইংরেজি এবং ৩য়-৫ম শ্রেণিতে ৫টি -বাংলা, গণিত, ইংরেজি ,

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান। প্রতিটি বিষয়ের জন্য আবশ্যকীয় শিখনের (Must learn) বিষয়বস্তু ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

## শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনাঃ

১. বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনাটি মনোযোগ সহকারে পড়বেন এবং প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথ অনুসরণ করবেন।

২. কার্যকরী শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ করার জন্য শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর প্রথম দিনে দ্রুত মূল্যায়ন অভীক্ষা (Rapid Assessment Test) পরিচালনা করবেন। অভীক্ষার কৌশল হবে মৌখিক।

৩. দ্রুত মূল্যায়ন অভীক্ষার জন্য নমুনা Test Tools বিষয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই মূল্যায়নের ফলাফল শুধুমাত্র কার্যকরী শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হবে।

৪. মূল্যায়ন অভীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করে অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে মোটামোটি সম-অবস্থানে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন।

৫. শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীর দীর্ঘ দিনের জড়তা, হতাশা, বিষণ্নতা, অবসাদ ইত্যাদি মনো-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে মনোযোগী হবেন। যেমন: শিক্ষার্থীর সাথে খোলামেলা কথা বলা, গল্প বলা বা অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।

৬. কোনোভাবেই শিক্ষার্থীর মনে চাপ সৃষ্টি হয় এমন কিছু করা যাবেনা।

৭. দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ততা না থাকার কারণে শিক্ষার্থীর কোনো নেতিবাচক আচরণ পরিলক্ষিত হলে তাকে তিরষ্কার না করে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বলতে হবে। একইভাবে প্রথম দিনেই ইউনিফর্মের জন্যেও শাস্তি দেয়া যাবেনা।

৮. শিখন-ঘাটতি পূরণের জন্য বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা ছকে বর্তমান শ্রেণির পাঠ/পাঠ্যাংশের সাথে পূর্ববর্তী শ্রেণির নির্দিষ্ট পাঠ/পাঠ্যাংশের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সেভাবে দুইটি শ্রেণির পাঠ/পাঠ্যাংশ/অনুশীলনগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে বর্তমান শ্রেণির পাঠ উপস্থাপন করবেন।

৯. শিক্ষার্থীর সাক্ষরতা এবং গাণিতিক দক্ষতা অর্জনে শতভাগ প্রচেষ্টা গ্রণ করবেন।

১০. সময় স্বল্পতার কারণে এই পরিকল্পনায় সরাসরি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি আবশ্যকীয় বিষয়বস্তুর অংশ হিসাবে বাড়ির কাজ রাখা হয়েছে। বিষয় ও শ্রেণির পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ির কাজ বণ্টন ও মূল্যায়ন করবেন। এসকল কাজে শিক্ষক সংস্করণ/ সহায়িকা অনুসরণ করবেন।

১১. ধারাবাহিক মূল্যায়নের (যেমন: উপস্থিতি, বাড়ির কাজের মূল্যায়ন, শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, ফলাবর্তন প্রদাণ ) মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

১২. শিক্ষার্থীদের পরিবারের সাথে সরাসরি সাক্ষাত এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে এবং কেন শিখন পরিকল্পনা অভিযোজন করছে এবং শিখন পরিকল্পনা তৈরি করছে তা শিক্ষার্থীর পরিবারের সাথে আলোচনা করে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতিতে তাদের সহায়তা নিতে হবে।

১৩. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবেন।